টো | কি | ও

# আইচি এক্সপো ২০০৫
# বাংলাদেশীদের সাফল্য

**কাজী ইনসান** *টোকিও থেকে*

২৫ সেপ্টেম্বর '০৫ শেষ হয়ে গেল বিশ্বের সর্ববৃহৎ আয়োজন World Exposition-এর ১৮৫ দিন ব্যাপী মহাযজ্ঞ। ৪টি আন্তর্জাতিক সংস্থা, পৃথিবীর ১২১টি দেশ এই ৬ মাসব্যাপী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। সর্বশেষ দিন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের দেড় কোটি ভিজিটরের লক্ষ ছাড়িয়ে দর্শকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,২০,০৫,৭৭৭ জন।

১৯৭০ সালে Osaka World Exposition-এর ৩৫ বছর পর জাপান আরও বড় পরিসরে এই আয়োজনে কোনো কার্পণ্য করেনি। শতাধিক সিটিজেন গ্রুপ ও এক লাখ ভলান্টিয়ার অবিরাম কাজ করে চলেছে। এশিয়াতে শতাব্দীর সেরা দুটো World Expo (পরবর্তী-২০১০ সালে সাংহাই-এ চীনে) আয়োজনে প্রমাণ করে গ্লোবাল অর্থনীতিতে এশিয়ার অবস্থান আর খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

আইচি বামপাকু (বামপাকু মানে এক্সপো বা মেলা)র মূলহীন Natures wisdom বা প্রকৃতির বিচক্ষণতা। প্রকৃতির বিচক্ষণতা আর প্রযুক্তির উৎকর্ষতার পাশাপাশি এটি ছিল দশর্কদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব আর সম্প্রীতির সোপান।

আইটি এক্সপো'র মূল থিম গ্লোবাল কমন এরিয়াতে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নটি ছিল দৃষ্টিনন্দন। পরীবিবির মাজারের আদলে এটি নির্মিত। আয়োজকদের পরিসংখ্যানে জানা গেছে মেলায় আগত বেশির ভাগ দর্শকই বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন অংশে এসেছেন এবং অন্তত দশভাগ দর্শকও যদি প্যাভিলিয়নে ঢুকে ভেতরের প্রদর্শনী দেখে থাকেন তবে দশর্কদের সংখ্যা তাতেই ২৫ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। অন্তত ২৫ লাখ দর্শক জানে বাংলাদেশ নামের একটি দেশের কথা। বাংলাদেশ আয়োজিত প্রতিদিনের 'সাপ খেলা ও সাপুরে' পর্বটি ছিল মেলার উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট। বাংলাদেশের খাবার ছিল অন্যতম আকর্ষণ। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নটি কিন্তু সরকারি প্যাভিলিয়ন নয়। দুজন প্রবাসী বাংলাদেশী দীর্ঘ চারবছর অক্লান্ত পরিশ্রম আর বিপুল পরিমাণ অর্থের ঝুঁকি নিয়ে পুরো

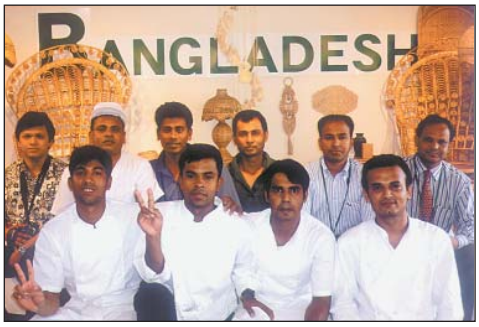

*সাফল্য অর্জন করেছে প্রবাসী বাংলাদেশীরা*

*প্যাভেলিয়নে বাংলাদেশী পণ্য*


## প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

**সময় বাড়লো**

২০ সেপ্টেম্বর ছিল 'জীবনের গল্প' প্রতিযোগিতার গল্প পাঠাবার শেষ সময়। এই সময়সীমার মধ্যে আমরা বিস্ময়কর সাড়া পেয়েছি প্রবাসীদের কাছ থেকে। এসেছে অসংখ্য গল্প, জীবনের কথা, যন্ত্রণার কথা, সুখ-সাফল্যের কথা... সেই সঙ্গে অনেকেই ফোন ও ই-মেইলে অনুরোধ করেছেন প্রতিযোগিতার সময় বাড়ানোর জন্য। বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের অনুরোধে এ প্রতিযোগিতার সময় বাড়ানো হলো **২৫ অক্টোবর** পর্যন্ত...

আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা **১০০০**

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক, প্রচারিত হবে **চ্যানেল আই-এ**

নির্বাচিত **৫০টি গল্প** নিয়ে প্রকাশিত হবে **বিশেষ সংখ্যা**

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর **প্রচ্ছদ কাহিনী**

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি **বই**

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ **২৫ অক্টোবর, ২০০৫**

লিখে ফেলুন **গল্প** আর পাঠিয়ে দিন নিচের **ঠিকানায়**

জীবনের গল্প / সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০ / ই-মেইল : info@shaptahik2000.com

*সাপ খেলা নজর কেড়েছে সবার*

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই আন্তর্জাতিক এক্সপো তে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। শত প্রতিকূলতা তাদের লক্ষ থেকে ফেরাতে পারেনি। শুনুন দুই প্রবাসীর সেই রুদ্ধশ্বাস কাহিনী।

কুমিল্লা সদরের বিজয়পুরের আব্দুল হালিম জাপানে আসেন ১৯৯৪ সালে। কমার্সে স্নাতক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় তার জাপান আসা। প্রথমে জাপানি ভাষা শেখেন এবং পরে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৯৫ সালে কোবের সেই মারাত্মক ভূমিকম্প Hanshin Jishin প্রত্যক্ষ করেন ভূমিকম্পনোত্তর পুনর্বাসনে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অংশগ্রহণ করতে যেয়ে বড় কোনো আয়োজনে অংশগ্রহণে উৎসাহী হন। ২০০০ সালে আইচি এক্সপো ০৫-এর কথা জেনে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ২০০১ সালে ঢাকায় ছুটে যান বাংলাদেশকে সরকারিভাবে এই আয়োজনে শরিক করবার জন্য। দপ্তর, বিভাগ ছোটাছুটিতে বুঝতে পারেন সরকারিভাবে বাংলাদেশ এতে অংশগ্রহণ করবে না। তখন ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণের অনুমতি পাবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন তার কর্মক্ষেত্র জাপানি কোম্পানিকে এই আয়োজনে যুক্ত করেন কিন্তু ব্যর্থ হন, অনুমতি মেলে না।

ভগ্নহৃদয়ে টোকিওতে ফিরে আসেন। সে সময়ে ইটালিতে বসবাসরত এক বন্ধু দেলওয়ার ছুটি কাটাতে জাপানে এসে হালিমের আইচি এক্সপো তে অংশগ্রহণের অনুমতি না পাওয়ার কথা জেনে ইটালিতে বসবাসরত আব্দুল মতিনের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে তার সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। দুজনার যোগাযোগ হয়। কুমিল্লার লামপুরের আব্দুল মতিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোসিওলজিতে বিএসএস করে ঢাকা থেকে এমএসএস ১৯৯৩ সালে জার্মানিতে যান। জার্মানি, ইটালি ও পর্তুগাল ভাষা শেখেন। ১৯৯৮ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পর্তুগালের লিসর্বন ফেয়ারে-এ অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের অংশগ্রহণে হ্যানোভার ওয়াল্ড এক্সপোতে ভিজিটর হিসেবে তার অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে হালিম সাহেবের সঙ্গে যৌথভাবে আইচি এক্সপো তে অংশহগ্রহণের দৃঢ়তা নিয়ে দুজনে এক সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। ইটালিতে খুবই ভালো চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি স্ত্রী ও শিশুসন্তানদের নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। মনে কঠিন দৃঢ়তা- এ লড়াইয়ে জিততেই হবে।

ইতিমধ্যে ফাইলটি বন্ধ হয়ে গেছে। ২০০১ সালে Jetro'র পক্ষ থেকে Sr. Regional Director Mr. Hayase প্রতিটি দেশকে আইচি এক্সপো তে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী এম এ জলিল এরকম আন্তর্জাতিক ফেরারের-এর অংশগ্রহণে সদিচ্ছা থাকলেও দীর্ঘ ৬ মাস ব্যাপী আয়োজনে ফান্ড না থাকায় সম্ভাবনা বাতিল করে দেন এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আয়োজক করার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়।

পরবর্তীতে বন্ধ ফাইলটি চালু করেন এই দুই প্রবাসী। সরকারের মন্ত্রী আমীর খসরুও প্রথমে সম্ভাবনা নেই বলে মন্তব্য করে বিষয়টি বিবেচনার কথা বলেন। বিষয়টি কোন মন্ত্রণালয়ের তা নিয়েও ছিল জটিলতা। পরিবেশ বিষয়ক তাই এটি পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আওতায় আবার দুজন প্রবাসী এর উদ্যোক্তা তাই এটি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিষয় হয়ে ওঠে। দুজনই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন পরিবেশমন্ত্রী শাহাজাহান সিরাজ, পরিবেশ সচিব সৈয়দ তানভির হোসেন, EPV-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মীর শাহাবুদ্দিন, প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের সচিব দলিল উদ্দিন মন্ডলের সহযোগিতার কথা। পরবর্তীতে বাংলাদেশ দূতাবাস, ইনভেস্টমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমানের সহযোগিতার কথা।

শেষ অবধি অর্থমন্ত্রীর পরামর্শে আব্দুল আউয়াল মিন্টুকে কমিশনার জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দিলে আইচি এক্সপো তে অংশগ্রহণের অনুমতি মেলে। তারপরের কাহিনী আইচি এক্সপো তে বাংলাদেশের সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করা । জনাব মিন্টুর নেতৃত্বে সবার অংশগ্রহণে সব আয়োজন সম্পন্ন হয়। দেশপ্রেমী এই দুজন প্রবাসীর প্রতি জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা।

**kazi ensan@gmail.com**

**প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ**
**সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ**

ত্রৈমাসিক
**প্রজন্ম একাত্তর**

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

**১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন**

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

**যোগাযোগ :**
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

**ঢাকা ব্যুরো :**
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court, Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

**TUKINA INTERNATIONAL**
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com